আলমডাঙ্গায় ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষেরা আরো পাচ্ছেন ৪৫ ঘর, সংবাদ সম্মেলনে-ইউএনও

মুজিববর্ষে ভূমিহীন-গৃহহীন সব অসহায় মানুষকে নতুন ঘর উপহার দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন, তার আওতায় আলমডাঙ্গায় আরও ৪৫ পরিবার নতুন ঘর পেতে যাচ্ছেন। প্রথম ধাপে আলমডাঙ্গা উপজেলায় ৫০টি ঘর প্রদান করা হয়। গতকাল শুক্রবার সকালে এক সংবাদ সম্মেলনে উপজেলা নির্বাহি অফিসার পুলক কুমার মন্ডল এই তথ্য জানান। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আগামি রবিবার দ্বিতীয় ধাপে ভূমিহীন, গৃহহীন এসব পরিবারকে বিনামূল্যে দুই শতক জমিসহ সেমি পাকা ঘর প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন। ডিসেম্বরের মধ্যে আরও ১ লাখ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে বিনামূল্যে জমিসহ ঘর প্রদানের পরিকল্পনার কথাও জানান নির্বাহি কর্মকর্তা। এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহম্মেদ ডন, উপজেলা সহকারি কমিশনার ভূমি হুমায়ন কবির বাদশা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু।

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ১৪ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আরো ১৪ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় বর্তমানে মোট করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়াল ২৪৮ জনে। গতকাল শুক্রবার রাতে সিভিল সার্জন ডা. মোঃ নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। সিভিল সার্জন জানান, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ল্যাব থেকে আরও ৭০ জনের রিপোর্ট আসে এর মধ্যে ১৪ জনের পজিটিভ রিপোর্ট। এ

নিয়ে জেলায় বর্তমানে আক্রান্তের সংখ্যা ২৪৮ জন। এদের মধ্যে সদর উপজেলার ৭০ জন, গাংনী উপজেলার ১০৬ জন ও মুজিবনগর উপজেলার ৭২ জন রয়েছে। জেলায় সুস্থ্য হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৯৭৭ জন এবং মুত্যুবরণ করেছেন সংখ্যা ৩১ জন। সবাইকে সামাজিক দূরত্ব মেনে, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস বজায় রাখাসহ মাস্ক ব্যাবহার, জন সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন।

ঝিনাইদহে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ভ্যান চালকের মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মধুহাটি গ্রামের বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রমজান আলী
(৪৮) নামের এক ভ্যান চালকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত রমজান আলী ওই গ্রামের জবেদ আলী মন্ডলের ছেলে। মধুহাটি ইউনিয়নের ইউপি সদস্য আশরাফুল ইসলাম জানান, শুক্রবার সকালে রমজান আলী মাঠ থেকে ঘাস কেটে মাথায় নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। পথে বাড়ির পাশে পৌঁছালে পল্লী বিদ্যুতের ঝুলে থাকা তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যায়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ঝিনাইদহে করোনা আক্রান্ত মৃত নারীর দাফন সম্পন্ন

ঝিনাইদহের হরিনাকুন্ডুতে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোছাঃ জাহানারা বেগম (৭০) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। সে উপজেলার রঘুনাথপুর

গ্রামের মৃত হবিবার রহমান বিশ্বাসের স্ত্রী।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক মোঃ আব্দুল হামিদ খান জানান, জাহানারা বেগম করোনা উপসর্গে অসুস্থ হওয়ার পর হরিনাকুন্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হন। গত বৃহস্পতিবার তার করোনা রিপোর্ট পজেটিভ আসে। পরে চিকিৎসক তাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে রেফার্ড করলেও তিনি নিজ বাড়িতে চলে আসেন।

শুক্রবার দিবাগত রাতে তার মৃত্যু হয়। পরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন গঠিত (ইফা) কমিটি তার জানাযা শেষে নিজ গ্রামের গোরস্থানে দাফন করে। এ নিয়ে মোট ৮০ জন করোনা আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন করলো ইফা গঠিত কমিটি।

ঝিনাইদহের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য বিভাগ! মাস্ক ও স্বাস্থ্যবিধির বালাই নেই

ঝিনাইদহে উদ্বেগজনক হারে করোনা সংক্রমন বাড়তে থাকায় মানুষের মধ্যে আতংক সৃষ্টি হলেও স্বাস্থ্য সচেতনাতা নেই। রাস্তাঘাট, ব্যাংক ও অফিসে কেও স্বাস্থ্যবিধি মানছে না। পথচারীদের মাস্ক উধাও। থাকলেও থুতনির কাছে ঝুলছে।

ঝিনাইদহ শহরে অধিকাংশ মানুষ মাস্কবিহীন চলাচল করছে। এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় ঝিনাইদহে নতুন করে ৫৪ জন আক্রান্ত হয়েছে। হরিণাকুন্ডু উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামে জাহানারা খাতুন (৭০) নামে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। তিনি ওই গ্রামের হাবিবুর রহমানের স্ত্রী। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন পরিস্থিতি হয়তো এখানেই স্থির থাকবেনা। সংক্রমণ যে গতিতে বাড়ছে তাতে ঝিনাইদহ নিরাপদ থাকবে এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই।

সীমান্তের জেলা হওয়ায় ঝিনাইদহ ভারতীয় ভ্যারিয়েন্টের পরবর্তী হটস্পট হতে পারে এমন শংকা বাড়ছে। এদিকে আজ শনিবার থেকে জেলা প্রশাসনের বিধি নিষেধ কার্যকর হচ্ছে। বিকাল ৫টার পর সব দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। শহরে ইজিবাইক, নছিমন, করিমন ও ভটভটি চলাচলে থাকছে বিধি নিষেধ। পুলিশ ও জেলা প্রশাসন নির্দেশনা বাস্তবায়নে মাঠে নামছে। তথ্য নিয়ে জানা গেছে, এ জেলার সাথে ভারতের ৭০ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে।

অনেকেই দালালদের সহায়তায় সীমান্ত রক্ষীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে দেশে ফিরছেন। শুক্রবারও মিনতি পাল নামে এক নারীকে ভারত থেকে বাংলাদেশে আসার সময় আটক করেছে বিজিবি। এই নিয়ে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ১৮ জুন পর্যন্ত ৯২৯ জনকে আটক করলো বিজিবি। অবৈধ পথে সীমান্ত পথে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করায় দ্রুত সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে।

ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান জানান, এ পর্যন্ত ভারত থেকে বৈধ ও অবৈধভাবে আসা ৩শ ৭৯ জনকে স্থানীয় এইড কমপ্লেক্স, পিটিআই ও আজাদ রেস্ট হাউজের কোয়ারেন্টাইন রাখা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ৩শ ২২জন ছাড়পত্র পেয়েছেন। এদের মধ্যে মহেশপুর সীমান্ত থেকে বিজিবির হাতে আটক ৮০ জন এবং যশোর ও চুয়াডাঙ্গা দিয়ে বৈধভাবে আসে ২ শত ৮৯ জন ছিল।

এদের পরীক্ষার পর ১৬ জনের শরীরে করোনা পজেটিভ আসে। তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর ১২জনের নেগেটিভ হয়েছে। ৪ জন সদর হাসাপাতালে ভর্তি আছে। বর্তমানে সদরের এইড কমপ্লেক্সে ২৮ জন এবং বিজিবির হাতে আটক ১৬ জনকে মহেশপুর উপজেলার মহিলা কলেজে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।

করোনা সংক্রমক বেড়ে যাওয়ায় ইতিমধ্যে মহেশপুর উপজেলার ১টি গ্রাম লকডাউনসহ ৬টি ইউনিয়নে চলাচলে বিধিনিষেদ জারী করা হয়েছে । তাছাড়া মানুষকে সচেতন করতে প্রতিনিয়ত জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। করোনা সংক্রমনের বিষয়ে সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম জানান, ঝিনাইদহ কোভিড হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সাপ্লাই আছে। লিকুইড অক্সিজেনও রয়েছে। করোনা মোকাবেলায় আমরা প্রস্তুত রয়েছি। তবে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে এখনো পর্যন্ত কোন আইসিইউ নেই বলে তিনি জানান।

মুজিববর্ষে ঝিনাইদহে ৭০৫ গৃহহীন পরিবার ঘর পাচ্ছে

মুজিবর্ষ উপলক্ষে ঝিনাইদহের ৭’শ ৫ টি ভূমি ও গৃহহীন পরিবার পাচ্ছে জমিসহ ঘর। আগামী রোববার দ্বিতীয় পর্যায়ে ১’শ ৮৬ টি ঘর হস্তান্তর করা হবে। শুক্রবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ তথ্য জানান জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান।

জেলা প্রশাসক জানান, মুজিববর্ষে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না প্রধানমন্ত্রীর এ কর্মসূচির অধিন জেলায় মোট ৭’শ ৫ টি ভূমি ও গৃহহীন পরিবারকে সরকারী ঘর বরাদ্ধ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৪’শ ৭ টি ঘর ভূমি ও গৃহহীনদের মাঝে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং রোববার দ্বিতীয় পর্যায়ে ১’শ ৮৬ টি ঘর হস্তান্তর করা হবে। বাকি ঘরগুলো নির্মাণাধীন রয়েছে।

এ সমস্ত পরিবারের ঘর শিক্ষা স্বাস্থ্য কর্মসংস্থানসহ সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে গ্রোথ সেন্টার ও নিকটবর্তী হাটবাজারের পাশে স্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ ও খাবার পানির ব্যবস্থাও রয়েছে বলে জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান ছাড়াও, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সেলিম রেজা, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহীন, এনডিসি এরফানুল হক চৌধুরীসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া র্যাবের অভিযানে গাঁজা ব্যবসায়ী আটক

কুষ্টিয়ার মিরপুরে র্যাবের অভিযানে গাজাসহ জিল্লুর রহমান নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে মিরপুরের

ছাতিয়ান গ্রামে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব ১২ সিপিসি-১ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের একটি চৌকষ আভিযানিক দল ছাতিয়ান গ্রামস্ত বটগাছের সামনের পাকা রাস্তার উপর থেকে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত জিল্লুর রহমান ছাতিয়ান গ্রামের ছানাউল্লাহর ছেলে।

এ সময় তার কাছ থেকে ৫৮০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়,যার আনুমানিক মূল্য প্রায় এগার হাজার টাকা। তাছাড়া তার কাছ থেকে সীমকার্ডসহ একটি মোবাইল ফোনও আটক করা হয়।

উদ্ধারকৃত আলামতসহ উক্ত আসামীর বিরুদ্ধে মিরপুর থানায় একটি মাদক মামলা দায়ের করা হয় এবং আসামীকে মিরপুর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

সোহরাভ থেকে সুরভী

নাম তার সুরভী। বয়স ৩৮ বছর। দুই সন্তানের বাবা। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ছেলে লিজনের বয়স ৯ বছর। ১৫ বছরের মেয়ে সুরাইয়ার কয়েকমাস আগে বিয়ে হয়েছে। এখন সে শ্বশুর বাড়ি সংসার করছে। স্ত্রী সালমা খাতুন স্বামী সুরভীর অসামাজিক কার্যকলাপের কারণে বাড়ি ছেড়েছে।

বলছিলাম অবৈধভাবে তৃতীয় লিঙ্গ (হিজড়া) সাজা সোহরাভ হোসেনের কথা। সোহরাভ হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল গ্রামের মৃত আজাদ আলীর ছেলে। সোহরাভ হোসেন থেকে নাম পরিবর্তন করে নাম দিয়েছে সুরভী। হিজড়া সেজে মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে হিজড়াদের কার্যক্রম করে বেড়ান সোহরাভ হোসেন। এনিয়ে হিজড়া সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে বিরোধ সৃষ্টি হয়।

বিরোধের জেরে হিজড়াদের নেত্রী সীমা হিজড়ার সাথে তার একটি আপোষনামা হয় তিনশ টাকা নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের মাধ্যমে। মিমাংসা নামায় উল্লেখ করা হয়, ৩১/১২/২০২০ ইংরেজি তারিখ থেকে সোহরাভ মেহেরপুর জেলায় কোনরুপ হিজড়ার কার্যক্রম করতে পারবে না।

কিন্তু তারপরও সোহরাভ চুক্তি না মেনে হিজড়া কার্যক্রম করে যাচ্ছে।

সরেজমিনে তার বাড়িতে গিয়ে জানা যায়, স্থানীয়দের মধ্যে সোহরাভকে নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কেউ বিষয়টিকে অন্যায়ভাবে দেখছেন। আবার কেউ মেনে নিয়েছেন। তবে সমাজের আর পাঁচটা মানুষের মত সমাজ সংসার না করে সে উল্টো পথে গেলো কেনো এনিয়েও নানা প্রশ্ন রয়েছে।

সোহরাভের মা হাজেরা খাতুন বলেন, ছোটবেলা থেকেই ছেলেটার স্বভাব মেয়েদের মত। ছোটবেলায় থেকেই সে হিজড়াদের সাথে চলাচল করতো। আমরা অনেক বারণ করেও সে থামেনি। তার এই আচরণের কারণে তার সংসারটাই ভেঙে গেছে।

এ ব্যাপারে সোহরাভ বলেন, আমাকে ছোট বেলা থেকে হিজড়ারা সাথে করে নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে নিয়ে যেত। আমাকে হিজড়ারা বাধ্য করেছে হিজড়া হতে। যে কারণে আমি আর অন্য কোন কাজ করতে পারিনা।

হিজড়া নেতা সীমা হিজড়া বলেন, সোহরাভ পুরুষ মানুষ। তার সংসার আছে। বউ বাচ্চা আছে। সে কেন হিজড়া সেজে হিজড়াদের কাজ করবে। সে হিজড়াদের কাজ করবে না বলে চুক্তিনামাও করেছে। তারপরও সে হিজড়াদের কাজ করছে। তার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।

কুমারখালির পাহাড়পুরে স্কুলের সীমানায় মাদকের কেনাবেচা ও সেবন! উদ্বীগ্ন অভিভাবকরা

কুষ্টিয়ার কুমারখালিতে এক স্কুলের নৈশ প্রহরীর নেতৃত্বে স্কুল চত্বরে মাদকের রমরমা ব্যবসায়ের অভিযোগ উঠেছে। জানা যায়, কুমারখালি উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের পাহাড়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সীমানায় প্রতিদিন সন্ধ্যার পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চলে এ মাদক ব্যবসা ও সেবন। এতে করে এলাকার উঠতি তরুণ ও যুবকেররা এই মাদকের করালগ্রাসে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

স্থানীয়রা অভিযোগ করে বলেন, পাহাড়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নৈশ প্রহরী সাজ্জাদুর রহমান সজল এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী লাল্টুকে সাথে নিয়ে এ মাদকের রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

স্থানীয় সজিব, হাসান, রকি, ফিরোজসহ বিভিন্ন তরুণ ও যুবকেরা মাদকের নেশায় আসক্ত হয়ে বিপথে চলে গেছে। এতে করে এলাকার বাসিন্দারা তাদের কোমলমতি সন্তানদের বিপথ থেকে ফেরাতে হিমশিম খাচ্ছে।

এদিকে স্থানীয় একটি সুত্র জানিয়েছে, বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের কাছে এলাকার বাসিন্দারা এই মাদকের কেনাবেচা বন্ধে অনুরোধ জানিয়েও কোন সুরাহা হয়নি। পাহাড়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সাইফুল ইসলামের কাছে জানতে চাইলে তিনও জানান, মাদক ব্যবসায়ীরা একটা বড় সিন্ডিকেট।

স্কুল চত্বরে মাদকের কেনাবেচা বন্ধ করার জন্য বলা হলেও তারা বন্ধ না করে আমাকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। মাদকের এই কুফল থেকে ফেরানোর উদ্যোগ নিতে জেলা পুলিশ সুপারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে স্থানীয় সচেতন মহল।

আমঝুপি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে মাস্ক বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচারণা ও মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

শুক্রবার বিকালে আমঝুপি বাজার এলাকায় সর্বস্তরের পথচারী ও ব্যবসায়ীদের মাঝে মাস্ক বিতরণ করা হয়।

আমঝুপি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আজফারুল হক হিরোক, সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান চমন উপস্থিত থেকে আমঝুপি বাজারে পথচারী এবং

ব্যবসায়ীদের মাঝে মাস্ক বিতরণ করেন।

এ সময় অন্যদের মধ্যে সিনিঃ সহ-সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আনোয়ার সাদাত খোকন, সহ-সম্পাদক ফয়সাল কবির, সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিম রেজা জুয়েল, কোষাধক্ষ্য মোস্তাফিজুর রহমান দোলন, সদস্য অসিত বাবু, হাসানুজ্জামান বিপ্লুসহ সমিতির অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

এসময় জনসাধারণ ও ব্যবসায়ীদের সরকারের নির্দেশনা যথাযথ পালন করতে বিশেষভাবে আহবান করা হয়।